১৪। দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২০ চৈত্র ১৪১৪
Thursday 3 April 2008

সম্প্রসারিত অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বাণিজ্য ঘাটতি

ড. এম আজিজুর রহমান

ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দায় পুরো দেশ সংকটাপন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন। গ্রহণযোগ্য নয় এমন কিছু বিষয় যেমন কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে মানুষ কষ্টসাধ্য জীবনযাপন করছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগ কম ও প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী। দক্ষ, মধ্যমমানের দক্ষ ও অদক্ষ মানব সম্পদ এবং ভৌত সুবিধাদি নিয়ে আমরা যে সম্ভাব্য পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড উৎপাদন করতে পারি তার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন অনেক কম। মাথাপিছু উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলেও শ্রমিকদের মজুরী খুব একটা বাড়েনি। চলতি মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে আমাদের দেশের দ্রব্যাদির সামগ্রিক চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছে। যতটুকু দাম বাড়ছে তার বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবেই বাড়ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হল বিশ্বব্যাপী তেল ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি। এর ফলে শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা মেটাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি হয়েছে, তার অর্থ এই নয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়েছে। এ অবস্থা দেশের সমৃদ্ধির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অনেক কারণই থাকতে পারে। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে প্রথমতঃ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে

.....

সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করে দেশে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে হবে এবং আয়, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি করতে হবে। জাতীয় উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, প্রবৃদ্ধি ও দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ বাড়িয়ে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধের জন্য সমান্তরালভাবে চেষ্টা করতে হবে।

.....

প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহ বা টাকার ক্রয়ক্ষমতা ও প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। যার কারণে সুদের হার বেড়ে গিয়েছে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সুদের কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগ আগের তুলনায় অনেক ব্যয়বহুল হওয়ায় বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। বিনিয়োগ হ্রাস পাবার আরো একটি প্রধান কারণ হলো- দুর্নীতি দমন কার্যক্রম এবং দ্রুতগতিতে কালো টাকার অনুসন্ধান। এভাবে দ্রুত পরিবর্তিত সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক অবকাঠামোর কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে। ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত বিনিয়োগের ফলে মানুষের কর্মসংস্থান, আয় ও প্রবৃদ্ধি কমে গিয়েছে। শ্রমিকদের মজুরী না বাড়ায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা গিয়েছে। সাময়িকভাবে হলেও দেশে বিনিয়োগ, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি দুটোই নিম্নমুখী। কারণ আগেই বলা হয়েছে কাঁচামালের দাম, জ্বালানি ও তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ ও দ্রব্যমূল্য সবই বেড়ে গিয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় সামগ্রিক চাহিদা ও সরবরাহ, জাতীয় উৎপাদন, মাথাপিছু আয় সবকিছুই নিম্নমুখী হওয়ার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে চলছে একটা প্রকট মন্দা।

দেশের এ ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিতে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা, রাজস্ব ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সুপারিশ করবে না। যদিও সংকুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করলে আয়, প্রবৃদ্ধি, আমদানি এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমে। কিন্তু এর ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে মানুষের হ্রাসমান আয়-উপার্জন আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। এ মন্দা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে নিঃসন্দেহে আমাদের সম্প্রসারিত অর্থনীতি গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রসারিত অর্থনীতির ফলে দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের চাহিদা সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান, আয় ও প্রবৃদ্ধি বাড়বে এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্রুত ঊর্ধ্বগতি হতে পারে। আগে আরো বলা হয়েছে যে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে আমদানি চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের বর্তমান বাণিজ্যে ঘাটতি বেড়ে যেতে পারে যা সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে। সাময়িকভাবে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়লেও দেশের মন্দাভাব কাটানোর জন্য আমাদের অবশ্যই সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে। তার কারণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করে দেশে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে হবে এবং আয়, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদা এবং উৎপাদনশীলতা ও সরবরাহ বাড়াতে হবে। জাতীয় উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, প্রবৃদ্ধি ও দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ বাড়িয়ে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধের জন্য সমান্তরালভাবে চেষ্টা করতে হবে।

[লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]